পঙ্গপালের আক্রমন প্রতিরোধে করণীয়

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা), ময়মনসিংহ । ফ্যাক্ট শীট: পঙ্গপালের আক্রমন প্রতিরোধে করণীয়

ভূমিকা

পঙ্গপাল (Locust) বিশ্বব্যাপী একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় দ্রুত স্থানান্তরিত পোকা হিসাবে পরিচিত। এই পোকা কোন এলাকায় কমপক্ষে তিন মাস অবস্থান করে। ডিম থেকে নিম্ফ বের হতে ২ সপ্তাহ, নিম্ফ হতে পূর্ণ বয়স্ক পোকা হতে ৬ সপ্তাহ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পোকাগুলো ডিম দেওয়ার উপযোগী হতে ৪ সপ্তাহ সময় লাগে। পঙ্গপাল বহুভোজী হওয়ায় দানাদার ফসল, শাক-সবজিসহ বনের বিভিন্ন গাছপালার পাতা, শাখা প্রশাখা খেয়ে থাকে। পঙ্গপালের ছোট ঝাঁক (১ বর্গকিলোমিটার এলাকাব্যাপী বিস্তৃত) ৩৫ হাজার পূর্ণবয়স্ক মানুষ ১ দিনে যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে থাকে সে পরিমাণ ফসল নষ্ট করে থাকে। এই পঙ্গপাল মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর কোন ক্ষতি করে না বা রোগ ছড়ায় না। পঙ্গপাল ঘন্টায় ১৫-২০ কিলোমিটার গতিতে বাতাসের অনুকূলে চলে এবং একদিনে ১০০-২০০ কিলোমিটার বা তারও বেশি ভ্রমণ করতে পারে। সম্প্রতি পঙ্গপাল আফ্রিকা ও আরবের মরু অঞ্চল থেকে শুরু করে ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, কেনিয়া, সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, ইরান, পাকিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করে। আফ্রিকার দেশগুলোতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়ার মূলে রয়েছে এই পঙ্গপালের দল। পার্শ্ববর্তী দেশে এদের আক্রমণে বাংলাদেশের দানা জাতীয় শস্যসহ শাক-সবজি ও অন্যান্য ফসল হানির আশংকা করা হচ্ছে। তাই পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধে আমাদের সচেতন হতে হবে।

পঙ্গপালের বংশ বিস্তারে আবহাওয়ার ভূমিকা:

ক) পঙ্গপাল অনুকূল আবহাওয়ায় মারাত্মক ক্ষতিকারক ও বিধ্বংসী পোকা হিসাবে রূপ ধারণ করে।

খ) ভারী বৃষ্টি (Heavy rain) এবং ঝড়ো আবহাওয়া এই পোকার বংশ বিস্তারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে। এইরুপ অনুকূল পরিবেশে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর ২০ গুণ বংশ বিস্তার করতে পারে।

গ) এই পোকা ঘন্টায় ১৫-২০ কিলোমিটার গতিতে বাতাসের অনুকূলে দিনের বেলায় চলাচল করে এবং একদিনে ১৫০ কিলোমিটার বা তারও বেশি ভ্রমণ করে।

পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়:

ক) পঙ্গপালের নিম্ফে গামা রেডিয়েশন প্রয়োগের মাধ্যমে বন্ধ্যা (Sterile) করে পঙ্গপাল আক্রান্ত এলাকায় ছেড়ে দিতে হবে। উক্ত বন্ধ্যা পোকাগুলো মাঠে অবস্থানরত পোকার সাথে প্রজনন করলে মাঠের পঙ্গপালগুলোর ডিম নষ্ট হবে। অর্থাৎ ঐ ডিম থেকে নিম্ফ হবে না, ফলে পূর্ণবয়স্ক পোকাও হবে না। এইভাবে বারবার বন্ধ্যা পোকা, পঙ্গপাল আক্রান্ত
মাঠে ছাড়ার পর উক্ত পোকার বংশ বিস্তার দ্রুত কমতে শুরু করবে।

খ) যান্ত্রিক উপায়ে ডিমের গাদা, নিম্ফ ও পূর্ণবয়স্ক পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।

গ) নিম্ফের গায়ে স্পিনোসেড জাতীয় কীটনাশক (সাকসেস ২.৫ এসসি) স্প্রে করা (১০ লিটার পানিতে ৮মিলি হিসাবে)

ঘ) আক্রমণের মাত্রা বেশী হলে নাইট্রো ৫০৫ (ক্লোরোপাইরিফস+সাইপারমেথ্রিন) স্প্রে করা (১০ লিটার পানিতে ২০ মিলি হিসাবে)

ঙ) FAO, নার্সভূক্ত সংস্থা, DAE এবং BMD-এর সমন্বয়ে একটি "পঙ্গপাল পূর্বাভাস (Locust Forecast ing) কমিটি" গঠন করতে হবে।

চ) কৃষি মন্ত্রণালয় "পঙ্গপাল পূর্বাভাস (Locust Forecasting) কমিটি" এর কাজ তদারকি করবেন এবং তাদের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

ছ) পঙ্গপালের অবস্থান, ভারী বৃষ্টি (Heavy rain) এবং ঘূর্ণিঝড়ের প্রার্দুভাব দেখে উক্ত কমিটি ৬-৭ দিন পূর্বে উক্ত পোকা আক্রমণের পূর্বাভাস দিবে।

জ) পঙ্গপাল প্রতিরোধ দলের সদস্যদের এই পোকা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

ঝ) যথাযথভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণসহ সংশ্লিষ্ট দলটি পঙ্গপাল প্রতিরোধে কাজ করবে।

ঞ) পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করতে হবে।

ট) পঙ্গপালের প্রাদুর্ভাব, বংশবৃদ্ধি ও ক্ষতির প্রকৃতি বিষয়ে পরিবীক্ষণ করতে হবে।

আরও তথ্যের জন্য:

মহাপরিচালক, বিনা, ই-মেইল: dg@bina.gov.bd